৭.৩ Augustine-এর সমাধান (The Augustinian Theodicy)

St. Augustine (৩৫৪-৪৩০ খ্রিস্টাব্দ) এই খ্রিস্টীয় তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন যে, ঈশ্বর শুভ উদ্দেশ্যেই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। অশুভকে তিনি শুভের বিকৃতি বলে মনে করেন। তাঁর তত্ত্বে একটি দার্শনিক ও একটি ধর্মতাত্ত্বিক সূত্র রয়েছে। অশুভ বা অমঙ্গলের স্বরূপ নঞর্থক—এটাই তাঁর দার্শনিক সূত্র। Augustine বলেছেন যে, জগতের সর্বত্র প্রচুর ও বিচিত্র, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, উচ্চ ও নীচ মঙ্গলের অস্তিত্ব আছে। প্রত্যেক সত্তাবান পদার্থ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ও নির্দিষ্ট মাত্রায় কল্যাণপ্রদ। অমঙ্গল, তা অশুভ ইচ্ছা, মানসিক যন্ত্রণা, প্রাকৃতিক বিশৃঙ্খলা বা ধ্বংস যে রূপেই আসুক না কেন ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট নয়। অশুভ হল কোন মহৎ সৃষ্টির বিকৃতি। অমঙ্গলকে নেতিবাচক বলার অর্থ এই নয় যে তার অস্তিত্ব নেই বা তা উপেক্ষণীয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে Augustine অন্ধত্বের উল্লেখ করেছেন। অন্ধত্ব সদর্থক নয়, আসল বস্তু হল চোখ বা দৃষ্টিশক্তি, যা স্বভাবতই শুভ। চোখের নিজস্ব কার্যক্ষমতার অভাবই অন্ধত্ব। এভাবে জগতে যা স্বাভাবিক রূপে শুভ তার বিকার বা অস্বাভাবিকতা থেকেই অশুভের উৎপত্তি।

---

* Omnipotence, Evil and Superman, Ninian Smart, *Phil...*

Scanned by CamScanner

Augustine-এর ধর্মতাত্ত্বিক সূত্র অনুসারে সৃষ্টির প্রথম স্তরে এই সুশৃঙ্খল জগৎ দৈবস্রষ্টার উদ্দেশ্যই সূচিত করত। প্রত্যেক সত্তা নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথাযথ ছিল। এরপর স্বাধীন ইচ্ছার স্তরেই অমঙ্গলের সূচনা হয়। স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন পতিত দেবদূতরা ঈশ্বরের সঙ্গে বিরোধিতা শুরু করল। এভাবেই তারা পরম মঙ্গলের পথ থেকে বিচ্যুত হল। তারাই আদি মানব ও আদি মানবীকে পতনের পথ দেখাল। দেবদূত ও মানুষের এই পতনই 'আদি পাপ' বা প্রথম নৈতিক অমঙ্গল। প্রাকৃতিক অমঙ্গল, যেমন রোগ, ভূমিকম্প, ঝড় ইত্যাদি ওই পাপের শাস্তি। প্রকৃতির প্রভু হতে হবে—এই হয়ে উঠল মানুষের অভীষ্ট। এইভাবে মানুষের পতন প্রকৃতিকেও দূষিত করল।

Augustine-এর তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর অন্তিমদিনে শেষ বিচার হবে। তখন বহু মানুষ শাশ্বত আনন্দময় জীবন ভোগ করবে, আর যারা স্বেচ্ছাচারিতার দ্বারা মুক্তির পথ রুদ্ধ করেছে, তারা ভোগ করবে দুঃসহ নরকযন্ত্রণা। পাপের শাস্তিভোগের দ্বারা তাদের পাপমোচন হবে। এই বিশ্ব অমঙ্গলজনক নয়, জগতের নৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য শাস্তির দ্বারা পাপ দূর হয়। সুতরাং, পাপ কখনও ঈশ্বরসৃষ্ট জগতের পবিত্রতাকে আবিল করে না।

Augustine-এর তত্ত্বে অমঙ্গল সৃষ্টির দায় চাপানো হয়েছে ঈশ্বর সৃষ্ট জীবের ওপর। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের স্বাধীনতার অপব্যবহার থেকে অমঙ্গলের উৎপত্তি, যার সূচনা ঘটেছিল স্বর্গলোকে। কিছু দেবদূত পতিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে প্রধান হল ঈশ্বরের চিরশত্রু শয়তান (Satan)।

Augustine-এর তত্ত্বের অন্যতম সমালোচক জার্মান প্রটেস্ট্যান্ট ধর্মতাত্ত্বিক Friedrich Schleiermacher (১৭৬৮-১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর সমালোচনায় বলেন, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন আপন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়নি। কেউ হয়তো বলতে পারেন যে স্বাধীন জীবনের পাপাচারণের স্বাধীনতাও থাকা উচিত। কিন্তু প্রশ্ন হল, মানুষ সীমিত অর্থে সম্পূর্ণ ছিল, তার অধ্যুষিত জগৎও সম্পূর্ণ ছিল, সুতরাং তাদের পতন হওয়া উচিত কিনা এর অর্থ—কোন কারণ ছাড়াই পরিপূর্ণ সৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেল। অর্থাৎ, শূন্য থেকে অমঙ্গল নিজে নিজেই সৃষ্টি হল বলে ধরে নিতে হয়। কেন অমঙ্গল নিজে নিজেই সৃষ্টি হল বলে ধরে নিতে হয়? কেন কোন কোন দেবদূতের পতন ঘটল? এর উত্তরে Augustine বলেছেন যে, তারা হয়তো কম দৈব করুণা লাভ করেছিল। অথবা কেউ কেউ তাদের অশুভ ইচ্ছার দ্বারা পতনকে অনিবার্য করে তুলেছিল। অন্যেরা হয়তো

Scanned by CamScanner

ঈশ্বরের অনুগ্রহে এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে উপলব্ধি করেছিল পাপ থেকে বিরত থাকতে হবে।*

এই সমালোচনার মূল কথা হল, সম্পূর্ণ নিখুঁত কোন সৃষ্টি দোষযুক্ত হতে পারে না। আর যদি হয়ে থাকে তবে তার দায়িত্ব স্রষ্টার।

দ্বিতীয় সমালোচনায় বলা হয়েছে যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে এমন চিন্তা অবাস্তব যে মানবজাতি প্রথমে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সম্পূর্ণ নিখুঁত ছিল, পরে ধীরে ধীরে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠল। বরং সমস্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্রমাণ দেয় যে, অতি নিম্নস্তরের জীবন, সীমিত নৈতিক চেতনা ও স্থূল আধ্যাত্মিক অনুভূতি থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে মানুষের উত্তরণ ঘটেছে। তাছাড়া মানুষের নৈতিক পতন ভূমিকম্প, ঝড়, বন্যা ইত্যাদি প্রাকৃতিক অমঙ্গলের কারণ হতে পারে না। এগুলি জগতের অভ্যন্তরীণ ভৌতক্রিয়া থেকে উৎপন্ন চিরন্তন ঘটনা। মানুষের আবির্ভাবের পূর্বেও এইসব ঘটনার অস্তিত্ব ছিল।

তৃতীয় সমালোচনায় জগতে বৃহদসংখ্যক মানুষের অনন্ত নরকভোগের কল্পনাকে আক্রমণ করা হয়েছে। এর দ্বারা অমঙ্গল সমস্যার সমাধান হয় না। কারণ অনন্ত নরকবাসের কল্পনা পাপীর পাপ ও তার দুঃখযন্ত্রণাকে জগতের কাঠামোয় স্থায়ী আসন করে দেয়।

Scanned by CamScanner